কুলতলি ড.বি.আর আম্বেদকর কলেজ

"বাংলা বিভাগ'– এর ছাত্র –ছাত্রী কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা "প্রথমআলো"(এপ্রিল-২০২০ থেকে মার্চ-২০২১)

বিষয় : 'অতিমারী'

চিত্র:

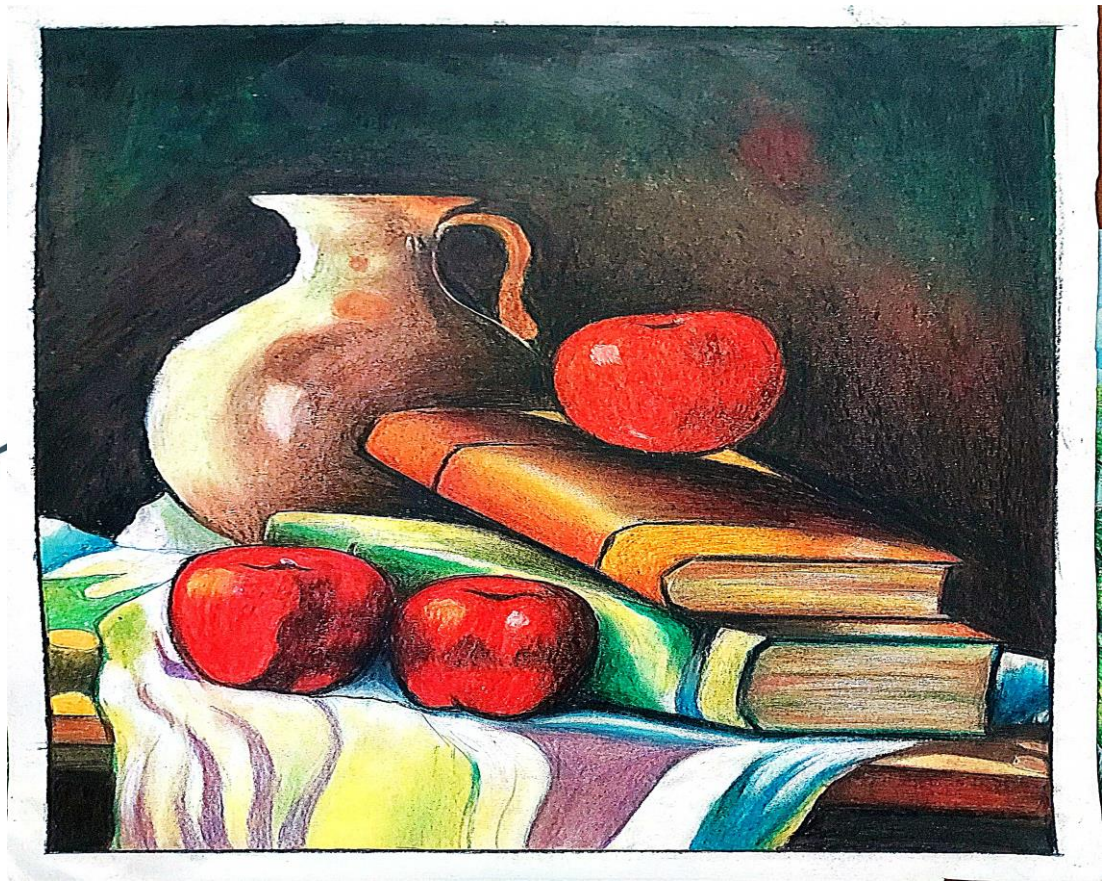

শিল্পী মাসকুরা গাজী(চর্তুথ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত কবিতা :

" কি আশ্চর্য দিন আজ"

প্রতাপ সরদার(দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

কি আশ্চর্য দিন আজ

হারিয়ে যাচ্ছে মানুষে মানুষের মেলবন্ধন,

অস্তমিত সূর্যের মতো আজ

হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ভালোবাসার আত্মবিশ্বাস।

স্বপ্নের নীড়ের মত কল্পনাময় এ জীবন

অর্থের অহংকারে হারিয়ে যাচ্ছে

ভাইয়ে ভাইয়ে, গ্রাম প্রতিবেশীদের সঙ্গে

ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের বাঁধন।

কি আশ্চর্য দিন আজ

আমাকে অবাক করে দিয়ে গেল

গরিবে গরিবে, ধনীতে ধনীতে মিলে গেল

বিবাদ ,ভেদাভেদ সবকিছু ভুলে গিয়ে।

কি আশ্চর্য দিন আজ

স্বপ্নের মতো পুরোটা মাথায় ঢুকলো না,

আমি অবাক বিস্ময়ে জানতে চাই

"কেন এমন হচ্ছে?"

যে পথে হয়নি চলা আজও

অচেনা পথ যে হয় ভিন্ন,

ব্যর্থ সে সব শতাব্দী

ব্যর্থ সে সব সময়।

****

"নতুন সমাজ"

রুবিনা সরদার (ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে এই ধরিত্রীর বুকে এমন একটা ঝড় উঠুক

যা সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে গড়ে উঠুক এক নতুন সমাজ,

উড়িয়ে নিয়ে যাক ধরিত্রীর সকলদুঃখ, কষ্ট, বেদনা,ঘৃণা হাহাকার

গড়ে উঠুক মানুষের হৃদয়ে প্রেম, ভালোবাসা,

আবেগ, মায়া-মমতা।

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে এই ধরিত্রীর বুকে এমন একটা ঝড় উঠুক

যা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাক বৃদ্ধাশ্রম, পাগলা গারদ, মহামারী, জাতিভেদ ও ধর্মের হানাহানি,

ধ্বংস হয়ে যাক মানুষগুলোর বাসনার নেশা ও মুখের অকথ্য ভাষা

পরিস্কার করে দিয়ে যাক এই ধরিত্রীর বুকে সকল অন্ধকার ও কলঙ্কিত ইতিহাস।

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে ধরিত্রীর বুকে এমন একটা ঝড় উঠুক

যা সাধারণ মানুষের উপর না হয় যেন অত্যাচার, মা বোনকে করতে না হয় যেন আত্মহত্যা,

খুন,রাহাহানি, বোমা, বন্দুক এগুলি সরিয়ে নিয়ে

আনুক সবুজের সমারোহ

গড়ে উঠুক মানুষের মনুষ্যত্ব ও কর্তব্যবোধে গড়া এক নতুন সমাজ।

****

"অসীম শূন্যতা"

অজয় মন্ডল (ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

অসীম শূন্যতার বেদনা আমার বুকে নিয়ে

গোধূলির রক্তিম আভায় গেছি জ্বলে;

স্মৃতির পরশে যেদিন তোমায় মনে পড়বে
গোলাপের কাঁটার মত সারা অঙ্গ বিদবে।
জীবনের অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
অশ্রুহীন চোখে বাঁচতে চেয়েছিলাম,
নিরাশায়- নিভৃতে কাঁদিয়ে গেলে আঘাতে আঘাতে
এলো না বেরিয়ে কান্না কন্ঠ ছিঁড়ে।
যেদিন আমায় বুঝবে তুমি
থাকবো সেদিন সমাধিতে ঢাকা,
তোমার চোখের অশ্রুর পরশ হয়ে
বেচে থাকবো এই ধরায়।
আবার আসবে ঋতু ফিরে ফিরে
বাধা হতে আসবো না ফিরে; তোমার সুখে
একটাও কথার জবাব দিতে না
থাকতে তুমি মুখ ফিরিয়ে ঘৃণার অহর্নিশে ।
বন্ধু- বান্ধব,আপন স্বজন করেছে কাঁটার আঘাত
বিদ্ধ করেছে এ হৃদয় রক্তের ধারায়,
আঘাতে হয়ে গেছি একেবারে শান্ত
বেঁচে থাকতে চাই তোমার হৃদয়ের পাতায়।

****

স্বরচিত প্রবন্ধ লিখন:

শিরোনাম: 'আমাদের মাতৃভাষা'

সোনালী মন্ডল (দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি। কারণ আমরা বাঙালি। মাতৃভাষা আমাদের মুখের ভাষা, বুকের ভাষা, মনের ভাষা। শৈশবে এই মাতৃভাষায় আমরা প্রথম কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি। এই ভাষা পড়ে, এই ভাষায় কথা বলে আমরা যে আনন্দ লাভ করি অন্য কোন ভাষায় কথা বলে সেই আনন্দ আমরা পাইনা। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের একটি ভাষা। সুতরাং মাতৃভাষা সকল ব্যক্তির কাছে অন্য ভাষা অপেক্ষা সবার উপরে এবং সবচেয়ে মধুরতম ভাষা।

অনেক বাঙালি অভিভাবক আছেন যারা তাদের বাচ্চাদেরকে কিন্ডারগার্ডেন বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা করিয়ে থাকেন। এটা আমাদের দেশের অভিভাবকদের সবচেয়ে বড়ো ভুল সিদ্ধান্ত। যে সকল

অভিভাবকগণ বাঙালি হয়েও নিজের ভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজি ভাষায় তাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষাদান করাচ্ছেন, সেই সকল শিশুরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাতৃভাষাটাকে ভুলে গিয়ে ইংরেজি অর্থাৎ বিদেশি ভাষাকে প্রাধান্য দেবে। নিজের দেশ অপেক্ষা অন্য দেশ এবং অপর ভাষাকে সে আপনার বলে চিন্তা করতে শেখে। এ অপেক্ষা লজ্জাজনক দুঃখের আর কিছুই হতে পারে না।আমাদের মাতৃভাষা কখনোই দীন-হীন নয়।

বাংলা ভাষা আমাদের গর্বের ভাষা। বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে অনেক মনিষীবৃন্দ যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষায় অতুলনীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই বাংলা ভাষায় অনেক বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। । সেই সকল মনিষীদের বাংলাভাষায় লেখা রচনার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে খুঁজে পাই।

যার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা নেই মাতৃভাষাকেও সে মর্যাদা দিতে পারবেনা। অনেক বাঙালি আছেন যারা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে বাংলায় পত্র লিখতে লজ্জা বোধ করে। তারা গর্ব করে বলে বাংলা ভাষায় চিঠি লেখা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তারা মনে করে বাংলা ভাষায় ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু

যাদের মনে দেশাত্মবোধ আছে, তারা সকলেই মাতৃভাষাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করবে। নিজের ভাষাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করাই আমাদের কাম্য। কারণ মাতৃভাষা আমাদের গর্বের ভাষা, আমাদের অন্তরের ভাষা।

****

"সময় বদল"

পিন্টু সরদার (দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

কোনো একদিন সময় বদলে যাবে
তখনি পৃথিবী সুস্থ হয়ে উঠবে,
কেটে যাবে সকল মানুষদের ঘুমঘোর
বদলে যাবে সকলের জীবনের সমীকরণ।
যেদিন পৃথিবীতে সময় বদলে যাবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে সকল প্রজাতি,
হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতিগুলি
পুনরায় খুঁজে পাবে প্রেমের অনুভূতি দিয়ে।
সকল জীবপ্রজাতির জীবনের ব্যাকরণে

প্রয়োজন পড়ে সময়ের,

ভাগ্যের অনির্দিষ্ট খেলাতেই

সময়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সময়ের কালচক্রে পালা বদলে

অস্তমিত সূর্য, সন্ধ্যা তারায় আমার খবর ছড়িয়ে যাবে

আসবে আবার নতুন এক ভোর

বদলে যাবে বিশ্ব ইতিহাসের সমীকরণ।

**********সমাপ্ত**********